যায়যায়দিন

তারিখ 12 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আবারো ছাত্রলীগের তাণ্ডব

রোকেয়ার নামের ওপরই অশ্রদ্ধা!

বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই যারা দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি শিরঃপীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল, সেটি ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ। সরকারের প্রথম বছর থেকেই অঙ্গসংগঠনটির টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, আধিপত্য বিস্তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওকতে জনসাধারণের অনেকে ধারণা করেছিল ক্ষমতায় যাওয়ার একটা বাড়তি জোশ থেকেই হয়তো ছাত্রলীগ এমনটি করছে। পরে তারা নিজেরাই আপনাআপনি সংশোধিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় সাধারণের কি ভাবনা আর কোথায় কোন বাস্তবতা! কথায় আছে, 'ময়লা যায় না ধুলে স্বভাব যায় না মলে'। নয়তো ক্ষমতাসীন দলের পুরো মেয়াদজুড়েই ছাত্রলীগের এই একই চরিত্র কেন হবে! আর এই দোষটি এক ছাত্রলীগের ওপরই একতরফাভাবে বর্তাই বা কি করে। তারা কি সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে একেবারেই নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন যে শীর্ষ নেতৃত্ব তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধে কিছুই করতে পারছে না? সে রকম নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন হলেও তো পুলিশ প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা নিতে পারত। তা যখন হচ্ছেই না, তখন কি ধরে নিতে হবে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের যতটা এরকম 'স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত' ভাবা হচ্ছে, ঠিক সেরকম স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়? যে কারণে র‍্যাব ও পুলিশ প্রশাসনও স্বাধীনমতো কিছু করতে পারছে না?

এই সম্পাদকীয়টি এমন দিনে লেখা হচ্ছে যেদিন প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে তার সরকারের বিগত বছরের ওপর পর্যালোচনামূলক বক্তব্য রাখবেন। সে ভাষণের আগের দিনই ক্ষমতাসীন দলের এই অঙ্গসংগঠনটির তাণ্ডবের মুখে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দিতে বাধ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে! এতে ঘটনায় দায়ী ছাত্রলীগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকার ব্যর্থতাই আরেকটু দীর্ঘায়িত হলো মাত্র। পরিস্থিতির আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত এবং নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত শনিবার থেকে টানা ছয়দিন ধরে আলাদাভাবে আন্দোলন করে আসছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষকরা অনশন ও অবস্থান ধর্মঘটে যান। সে অবস্থায় ছাত্রলীগের ব্যানারে একদল শিক্ষার্থীর একটি মিছিল সেখানে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকদের সভামঞ্চ ও মাইক ভাংচুরের মাধ্যমে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। মাইকের ব্যাটারি থেকে এসিড ছিটকে গিয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'শিক্ষকের চোখে-মুখে। যদিও ছাত্ররা সরাসরি এসিড নিক্ষেপ করার মতো অপরাধ করেনি তবুও তাদের তাণ্ডবকীর্তির খেসারত হিসেবে এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের সঙ্গে গত বছরের এপ্রিল মাসে ঘটা বুয়েটের ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে। তবুও দেখা গেছে ছাত্রলীগের ব্যানারে একদল ছাত্র সে আন্দোলনের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছিল।

তবে এবারে কিছু পত্রিকা যেভাবে সংবাদ করে তাতে পাঠকের ধারণা হবে ছাত্রলীগ পরিকল্পিতভাবে সরাসরি শিক্ষকদের মুখে এসিড নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু অন্য সূত্রে তার ভিন্ন চিত্র ওঠে আসে। গত ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবসে ১৮ দফায় জোটের ডাকা আট ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ আন্দোলনের ঘটনাটির কারণে সমালোচিত হয়েছিল। এখন আমরা দেখছি খোদ সেই 'সর্ষের মধ্যেই ভূত'! যে মহীয়সী নারীর নামে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ, সেখানেই এরকম ছাত্র পরিচয়ধারী সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে আরো অধিক কলঙ্কজনক। তা'হলে সেখান থেকে ছাত্ররা সে মহীয়সী নারীর কি শিক্ষা নিয়ে বের হবে। আমরা মনে করি আর যাই ঘটুক, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলাদলি ও অনভিপ্রেত সংঘর্ষমুক্ত একটি স্বতন্ত্র ও আদর্শস্থানীয় বিদ্যাপীঠস্থান হবে। আরো মনে করি বর্তমান সরকার বেগম রোকেয়ার নামের ওপরই নয়, এ মহীয়সী নারীর শিক্ষার ওপরও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সে নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সর্বতোভাবে তেমনই কাঙ্ক্ষিত হওয়াই বুদ্ধিমানি।

যাই হোক, নানা অনাকাঙ্ক্ষিত আলোচনার জন্ম দিয়ে ছাত্রলীগ নামের মূলধারার আওয়ামী সংগঠনটির এ অঙ্গসংগঠনটি সাধারণ মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক সঞ্চারক সংগঠন হিসেবেই পরিচয় গড়ে উঠেছে। যা সংগঠনটির বিগত সময়ের পরিচয়ের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না। যে ছাত্রসংগঠনটির বিগত ইতিহাস বহু সুনামধন্য পরিচয়লালিত, সেটির এমন অধঃপতন নিশ্চয় কারোরই কাম্য হতে পারে না।

মনে রাখা উচিত ছাত্রলীগের এমন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড মূল সংগঠনের জন্যই ক্ষতিকারক। যখন তা সার্বিকভাবেই মূল সংগঠনের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে তখন সেটা কিন্তু দেশের জন্যই ক্ষতিকারক। এভাবেই শেষপর্যন্ত এ একই চরিত্রের সংগঠনের প্রাধান্যনির্ভর দেশে যদি কোনো সুনামধন্য রাজনৈতিক সংগঠনই না থাকল তখন সে দেশটি সোজা হয়ে দাঁড়াবেই বা কি করে!

মনে রাখা উচিত ছাত্রলীগের এমন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড মূল সংগঠনের জন্যই ক্ষতিকারক। যখন তা সার্বিকভাবেই মূল সংগঠনের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে তখন সেটা কিন্তু দেশের জন্যই ক্ষতিকারক।